DEC 1 0 2000

তারিখ ...... পৃষ্ঠা 5 কলাম ......

দৈনিক ইত্তেফাক

86

প্রসঙ্গঃ টেক্সট বুক বোর্ডের বই

বছর ঘুরিয়া নূতন শিক্ষাবর্ষ সমুপস্থিত। ছেলে মেয়েরা উচ্চতর ক্লাশে যাইবে, হাতে পাইবে নূতন ঝকমকে বই। নব উদ্যমে শুরু হইবে লেখাপড়া, তৈরি হইবে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা। শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য এ এক রোমাঞ্চকর এবং আনন্দময় অভিজ্ঞতা। কিন্তু, বাস্তবে পরিস্থিতি দেখা যাইতেছে ভিন্ন রকম। স্কুল পর্যায়ের কোমলমতি বিদ্যার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে তো দূরের কথা, কবে নাগাদ টেক্সট বুক বোর্ডের বই পৌছাইবে, তাহাও অনিশ্চিত। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট এবং অন্যান্য সূত্রে পাওয়া সংবাদে উপরোক্ত রূপ আলামতই পাওয়া যাইতেছে।

তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় আট কোটি কপি পুস্তক ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকিলেও, তা হয় নাই। যাহারা এই দায়িত্ব পাইয়াছে তাহাদের কাছে নাকি প্রয়োজনীয় কাগজই নাই। সবে এলসি খোলা হইয়াছে কাগজ আমদানীর জন্য। সেই কাগজ ৩১ ডিসেম্বরের আগে আসিয়া পৌছাইবে বলিয়া মনে হয় না। এতদ্সত্ত্বেও, টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যথাসময়েই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌছাইতে তাহারা সক্ষম হইবেন। কর্তৃপক্ষের এই আশা কিয়দাংশে পূরণ হইলেও আমরা খুশী হইব। কিন্তু কার্যত তেমনটি ঘটিবার লক্ষণ অতিক্ষীণ। পুস্তকা এবং অপর যে দুইটি প্রতিষ্ঠান বই প্রকাশ এবং বিপণনের দায়িত্ব পাইয়াছে, তাহারাও নাকি ইতিমধ্যে একমাস সময় বাড়াইয়া দিবার দরখাস্ত করিয়াছেন। সব মিলাইয়া অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ছেলে-মেয়েদের হাতে বই পৌছাইতে বিলম্ব হইবে। তদুপরি তড়িঘড়ি ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ করিতে যাইয়া পুস্তকের মুদ্রণ সৌকর্য, শুদ্ধতা এবং উৎপাদন উৎকৃষ্টতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে কিনা, সেও এক জরুরী প্রশ্ন।

এক্ষণে জানিবার বিষয় হইল, সময়মত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে বিপত্তি দেখা দিবার পিছনে দায়ী কে বা কাহারা? প্রশ্ন উঠিয়াছে, টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ৮ কোটি বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের দায়িত্ব তিনটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়া এক প্রকার নিশ্চিত বসিয়া আছে কেমন করিয়া? তাও আবার ওই তিনটি প্রতিষ্ঠান আসলে নাকি একবৃন্তে তিনটি ফুলের মত। অভিযোগ রহিয়াছে যে, উহারা একই মালিকানাধীন তিনটি সাইন বোর্ড মাত্র। তার মানে, তিনটি নামের আড়ালে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে বিপুল সংখ্যক পুস্তক ছাপার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, কেন? এই প্রশ্নে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে পুস্তকাকে কার্যাদেশ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রদত্ত ব্যাখ্যায় গত মঙ্গলবার অভিযোগ করা হয় যে, মুদ্রণ শিল্প সমিতি অন্যান্যবারের মত এবারও জোটবদ্ধভাবে দরপত্র দাখিল করে। তারা যে দাম প্রস্তাব করে তা গত বছরের তুলনায় প্রতি হাজারে ১১ টাকা বেশী।

NOKIA 5110

Grameen Telecom

BATES 4D1817

CONNECTING PEOPLE